

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফযীলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আসমাউল হুসনা

রোলঃ 23100120812

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফযীলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক  
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আসমাউল হুসনা

রোলঃ 23100120812

# Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফযীলত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আসমাউল হুসনা, আইডিঃ 23100120812 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

---

তত্ত্বাবধানেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

---

এক্সটারনালঃ

মাও: শাৰাফাত কারীম

এরাবিক ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

## ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফযীলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ হুসনা

(স্বাক্ষর)

আসমাউল হুসনা

আইডিঃ 23100120812

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

## সূচিপত্র

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| ইসলামি পরিভাষায় মসজিদ: .....   | 5  |
| মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব: ..... | 5  |
| মসজিদে প্রতিষ্ঠার ফযিলত :::     | 10 |

নিশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তারই প্রশংসা করি, তার কাছে সাহায্য চাই, তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি একক, তার কোন শরিক নাই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

## ইসলামি পরিভাষায় মসজিদ:

স্থায়ীভাবে সালাত আদায়ের জন্য যে ঘর নির্মাণ করা হয়েছে, তাকে শরীয়তের পরিভাষায় মসজিদ বলে। ও শরীয়তের দৃষ্টিতে মসজিদের মূল অর্থ হল, ভূ-খণ্ডের এক টুকরো জায়গা যেখানে আল্লাহর জন্য সেজদা করা হয়। কারণ, যাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيا رجل من أمتي أدركته الصلاة، فليصل ... »

[ ই'লামুস সাজেদ বি-আহকামিল মাসাজেদ, পৃঃ ২৭-২৮,,  
আয-যারকশী, ই'লামুস সাজেদ বি আহকামিল মাসাজেদ পৃ: ২৭ ]

## মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব::

১। ইসলামের মূল ভিত্তি: ইসলামে মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনায় হিজরতের পর সর্বপ্রথম 'মসজিদে কুবা' এবং পরবর্তীতে 'মসজিদে নববি' প্রতিষ্ঠা করেন।

২। ইবাদত ও দ্বীন শিক্ষার কেন্দ্র: সালাত আদায়, আল্লাহর জিকির, কুরআন তেলাওয়াত ও দ্বীনের আলোচনা করা হয়। এছাড়া এখান থেকে মক্তব ও মাদ্রাসার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঘটে।

৩। সামাজিক ঐক্য ও শৃঙ্খলা: সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্য স্থাপনে মসজিদ ভূমিকা রাখে।।।

কুরআনে আল্লাহ তা'আলা সেই সব মানুষের প্রশংসা করেছেন যারা মসজিদ আবাদ করে এবং সেখানে সালাত কায়েম করে। এর বিপরীতে, মসজিদের কার্যক্রমে বাধা প্রদান করাকে জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।।

মুসলমানদের সমাজের একটি অপরিহার্য ইমারত ও প্রতিষ্ঠান হলো মসজিদ। এটি মুসলমানদের সম্মিলিতভাবে নামাজ আদায়ের স্থান, দীন শেখার স্থান এবং মুসলমানদের সব ধরনের সামাজিক কার্যক্রমের কেন্দ্র।

মসজিদ আল্লাহ তাআলার ঘর। এতে তাঁর যিকির ও ইবাদত হয়। তাঁর বড়ত্ব ও মহিমার বর্ণনা হয়। তাঁর তাওহীদ ও রুবুবিয়াতের আলোচনা হয়।

পৃথিবীতে জায়গার কোনো শেষ নেই এবং সবখানে আল্লাহ তাআলার যিকির করা যায়। কিন্তু এসবের মধ্যে মসজিদ এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এতে শুধু তাঁর যিকিরই করা যায়। যিকির পরিপন্থী কোনো কিছু তাতে জায়েয নয়। এগুলো মসজিদ নির্মাণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পরিপন্থী। হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি মসজিদে কাউকে হারানো বস্তু সন্ধান করতে শোনে সে যেন বলে, আল্লাহ তোমার কাছে তা না ফেরান। কেননা মসজিদ এ কাজের জন্য বানানো হয়নি। [সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৬৮]

এজন্য মসজিদ আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা এবং দিনরাত তাঁর রহমত নাযিলের ক্ষেত্র।

হাদীসের ভাষায়

আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় স্থান মসজিদ আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান বাজার।' [সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৭১]

এ থেকেই উপলব্ধি করা যায়, মসজিদের সাথে মুমিনের কী গভীর সম্পর্ক থাকা উচিত এবং সেটা তার জন্য কী উপকারী ও কল্যাণকর! বস্তুত মসজিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন আত্মিক প্রশান্তি লাভ, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও ঈমান- আমল উন্নত করার এক পবিত্র ও বরকতময় উপায়।

“আল্লাহর মসজিদ তো আবাদ করে তারাই, যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনেছে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। এরূপ লোকদের সম্পর্কেই আশা আছে যে, তারা হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। সূরা তাওবা (৯) : ১৮

'সেইসব গৃহে, যাকে মর্যাদা দিতে ও যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ আদেশ করেছেন। তাতে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ করে সেইসব লোক...' [ সূরা নূর আয়াত ৩৬ ]। এ থেকে বোঝা যায়, প্রকৃত মসজিদ আবাদ কেবল বাহ্যিক কারুকার্যে নয়; বরং ক্রমাগত মুসল্লীর সংখ্যা-বৃদ্ধি, তাদের মধ্যে তাকওয়া ও খোদাভীতি সঞ্চার।।।

ইসলামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা সওয়াবের কাজ এবং এর গুরুত্ব অপরিমিত। এটি কেবল নামাজের স্থান নয়, বরং ঈমান, ঐক্য, শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কারের কেন্দ্র। হাদীস অনুযায়ী, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করে দেন [ বুখারী,, মুসলিম,, মিশকাত ৬৯৭ নং ]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,,

"আর তার চেয়ে অধিক জালেম কে, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তার নাম স্মরণ করা থেকে বাধা প্রদান করে এবং তা বিরান করতে চেষ্টা করে?" [ সূরা আল বাকারা: আয়াত ১১৪]

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ [ ...التوبة: ১৮]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,,

"একমাত্র তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে।" [ সূরা আত তাওবা, আয়াত :১৮]

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا { [الجن: ১৮]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,,

"আর নিশ্চয় মসজিদগুলো আল্লাহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না"। [ সূরা আল জ্বীন, আয়াত : ১৮ ]

সমগ্র পৃথিবীর প্রতিটি ধূলা-কণার মালিক, খালেক ও নিয়ন্ত্রক আল্লাহ হওয়া সত্ত্বেও, মসজিদের বিশেষ মর্যাদা ও ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কারণ, মসজিদ বেশ কতক ইবাদাত-

বন্দেগী ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য নির্মাণ করা হয়। মসজিদ আল্লাহর এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য নয়। যেমনি ভাবে আল্লাহ রাসূল আলামীন তার বান্দাদের যেসব ইবাদাত তার জন্য করার নির্দেশ দিয়েছেন, সে ইবাদাতগুলো আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য করা বৈধ নয়, অনুরূপভাবে মসজিদও আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য বানানো বৈধ নয়।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদ বানানোর নির্দেশ দেন এবং বলেন

أَكُنَّ النَّاسُ مِنَ الْمَطَرِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحْمَرَ، أَوْ تَصْفَرَ، فَتَفْتِنَ النَّاسَ،

» "মসজিদ বানিয়ে মানুষকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা কর। তুমি লাল রং করা ও হলুদ রং করা হতে সতর্ক থাক, অন্যথায় মানুষকে ফিতনায় ফেলবে। [ বুখারি, সালাত অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: মসজিদ বানানো, ৪৪৬ নং হাদীসের পূর্বে ]

আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু,, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যেখানেই সালাত তোমাকে পেয়ে বসে, তুমি সালাত আদায় কর, এটিই মসজিদ। [ মুত্তাফাকুন আলাইহি সহীহ বুখারী, কিতাবুল আশ্বিয়া, পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ ] [ মুত্তাফাকুন আলাইহি সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ ও সালাতের স্থানসমূহ, হাদিস নং ৫২০]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ [ (الحج: ৪০) ]

"আর আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা দমন না করতেন, তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খৃস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইয়াহু-দীদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ- যেখানে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন। যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী"। [ সূরা আল-হজ, আয়াত: ৪০ ]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন

"একজন মুমিনের মৃত্যুর পর তার নেক আমল ও নেকীসমূহ যা তার সাথে সম্পৃক্ত হবে, তা হল, যে ইলম সে শিক্ষা দিয়েছে এবং প্রসার করেছে। আর যে সব নেক সন্তান সে দুনিয়াতে রেখে গেছে এবং কুরআনের মুসহাফ সে রেখে গেছে অথবা কোন মসজিদ নির্মাণ করেছে কিংবা মুসাফিরদের জন্য কোন ঘর বানিয়েছে, অথবা কোন একটি পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করেছে বা তার স্বীয় সম্পদ হতে তার সুস্থ থাকা অবস্থায় বা জীবদ্দশায় দান খয়রাত করেছে, যা তার মৃত্যুর পর তার সাথে সম্পৃক্ত হবে।

[ ইবনে মাযা, পরিচ্ছেদ: যে ব্যক্তি ইলম পৌঁছায়, হাদিস ২৪২, আল্লামা আল-বানী সহীহ তারগীব ও তারহীবে হাদিসটিকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেন ]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদিসে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন

”

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি মসজিদ বানায় ছোট হোক বা বড় হোক, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন। [ তিরমিযি হাদিস নং ৩১৯]

আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,  
« من بنى الله مسجداً ولو قدر مفضل قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة »

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি ঘর বানায় যদিও সেটি একটি পাখির বাসার সমান হয়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন"

[ আল্লামা আলবানী সহীহ তারগীব ও তাহযীবে হাদিসটি বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেন। বাযযার ও তাবরানী সগীরের মধ্যে হাদিসটি বর্ণনা করেন। হাদিসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। ইবনে হিব্বান, ৪৯০/৪, হাদিস নং ১৬১০ ]

## মসজিদে প্রতিষ্ঠার ফযীলত ::::

ইসলামে মসজিদ নির্মাণের অনেক ফযীলত রয়েছে।

যেমন-

২।। মসজিদ নির্মাণ নবীদের কাজ: নবীদের অন্যতম কাজ হ'ল মসজিদ নির্মাণ করা ও তা আবাদ করা।

যেমন- (এক) আদম (আঃ) : কা'বা ঘর প্রথম ফেরেশতারা নির্মাণ করেন। অতঃপর আদম (আঃ) তা পুনঃনির্মাণ করেন। কা'বা নির্মাণের ৪০ বছর পর আদম (আঃ) অথবা তাঁর কোন সন্তানের দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করা হয়।

[ বুখারি হাদিস ৩৪২৫,,মুসলিম হাদিস ৫২০ ]

২। ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) : প্রথম রাসূল নূহ (আঃ)-এর সময় প্লাবনে বায়তুল্লাহর প্রাচীর বিনষ্ট হ'লেও ভিত্তি আগের মতই থেকে যায়। পরবর্তীতে আল্লাহর হুকুমে একই ভিত্তিভূমিতে ইবরাহীম (আঃ) তা পুনঃনির্মাণ করেন।

[ মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালীব,, নবীদের কাহিনী ১ম খন্ড পৃ: ১৪৪-১৪৫ ]]

আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ  
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

'(আর স্মরণ কর) যখন আমরা ইব্রাহীমকে বায়তুল্লাহর স্থান নির্ধারণ করে দিয়ে বলেছিলাম যে, তুমি আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার এ গৃহকে তাওয়াফকারীদের জন্য, ছালাত কায়েমকারীদের জন্য এবং রুকু- সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ' (সূরা হজ্জ ২২/২৬)

ইবরাহীম (আঃ)-কে কা'বা ঘর নির্মাণ করতে তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন। আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  
'আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল বায়তুল্লাহর ভিত্তি উত্তোলন করেছিল,

তখন তারা প্রার্থনা করেছিল, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের পক্ষ হ'তে এটি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' (সূরা বাক্বারাহ ২/১২৭)।

৩। দাউদ (আঃ) : ইয়া'কুব (আঃ) কর্তৃক বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণের প্রায় হাজার বছর পর দাউদ (আঃ) পুনরায় তা নির্মাণ শুরু করেন এবং তাঁর পুত্র সুলায়মান (আঃ) এর কাজ সমাপ্ত করেন। [ নবিদের কাহিনি, ২য় খন্ড পৃ: ১৫৯ ]

আর সুলায়মান (আঃ) জিনদের দ্বারা মসজিদের কাজ সম্পন্ন করেছেন। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنْ لَوْ  
كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِئُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ

'অতঃপর যখন আমরা সুলায়মানের মৃত্যু ঘটলাম, তখন তার মৃত্যুর খবর জিনদের কেউ জানায়নি ঘুণপোকা ব্যতীত। যারা সুলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর যখন সে মাটিতে পড়ে গেল, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, যদি তারা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখত, তাহ'লে তারা (বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণের) লাঞ্ছনাকর শাস্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকত না' (সাবা ৩৪/১৪)।

৪। মুহাম্মদ (ছাঃ) : মহানবী (ছাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় গিয়ে প্রথমে কোবা নামক স্থানে চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

এ মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رَبِّهِ رِجَالٌ يُحْيُونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا  
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

'অবশ্যই যে মসজিদ প্রথম দিন থেকে তাকওয়া'র ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেটাই তোমার (ছালাতের জন্য) দাঁড়বার যথাযোগ্য স্থান। সেখানে এমন সব লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হওয়াকে ভালবাসে। বস্তুতঃ আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' (তওবা ৯/১০৮)। কোবা থেকে মদীনায় যাওয়ার পথে আল্লাহ জুম'আর ছালাত ফরয করেন। ইয়াছরিবের উপকণ্ঠে পৌছে বনু সালেম বিন আওফ গোত্রের 'রানুনা' উপত্যকায় তিনি ১ম জুম'আর ছালাত আদায় করেন। যাতে একশত জন মুছল্লী শরীক হন। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক প্রথম জুম'আ। [ আল বিদায়াহ,, হা/২১১ ]

রাসূল (ছাঃ) মদীনায গিয়ে মসজিদে নববী নির্মাণ করেন এবং ছাহাবীগণ তাঁর সাথে তাঁকে সহযোগিতা করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, (মসজিদে নববী নির্মাণের সময়) আমরা একটা একটা করে কাঁচা ইট বহন করছিলাম আর 'আম্মার দু'টো দু'টো করে কাঁচা ইট বহন করছিল। নবী করীম (ছাঃ) তা দেখে তাঁর দেহ হ'তে মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন,

وَيَحْ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَّةُ

'আম্মারের জন্য আফসোস, তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে'। [ বুখারি হা/৪৪৭ ] আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর সময়ে মসজিদ তৈরী হয় কাঁচা ইট দিয়ে। তার ছাদ ছিল খেজুরের ডালের, খুঁটি ছিল খেজুর গাছের। আবু বকর (রাঃ) এতে কিছু বাড়াননি। অবশ্য ওমর (রাঃ) বাড়িয়েছেন। আর তার ভিত্তি তিনি আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে যে ভিত্তি ছিল তার উপর কাঁচা ইট ও খেজুরের ডাল দিয়ে নির্মাণ করেন। তিনি খুঁটিগুলো পরিবর্তন করে কাঠের (খুঁটি) লাগান। অতঃপর ওহমান (রাঃ) তাতে পরিবর্তন সাধন করেন এবং অনেক বৃদ্ধি করেন। তিনি দেয়াল তৈরী করেন নকশী পাথর ও চুন-শুরকি দিয়ে। খুঁটিও দেন নকশা করা পাথরের আর ছাদ বানিয়েছিলেন সেগুন কাঠের'। [ বুখারি হা\৪৪৬ম]

২। মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ করা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য:

নবীদের ন্যায় মুমিনগণও যুগে যুগে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করেছেন।

আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

'আল্লাহর মসজিদ সমূহ কেবল তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। যারা ছালাত কায়ম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। নিশ্চয়ই তারা সুপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' (সূরা তওবা ৯/১৮)

৩।। মসজিদ নির্মাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ:

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে মসজিদ নির্মাণ করেছেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল উম্মতকে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاءَ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ وَأَنْ تُنْطَفَ وَتُطَيَّبَ  
'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করতে, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে  
এবং সুবাসিত করতে হুকুম দিয়েছেন'। [ তিরমিযি হা \ ৫৯৪ ]

৪।। মসজিদ নির্মাণ হ'ল ছাদাকায়ে জারিয়া ::

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ  
أَوْ مُصْحَفًا وَرَثَةً أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا  
مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلَحُّفُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

'মুমিনের মৃত্যুর পরও তার যেসব নেক আমল ও নেক কাজের ছওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে, তার মধ্যে- (১) ইলম বা জ্ঞান যা সে শিখেছে এবং প্রচার করেছে (২) নেক সন্তান যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গেছে (৩) কুরআন যা সে উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেছে (৪) মসজিদ যা সে নির্মাণ করে গেছে (৫) মুসাফিরখানা যা সে পথিক মুসাফিরদের জন্য নির্মাণ করে গেছে (৬) কূপ, যা সে খনন করে গেছে মানুষের পানি পানের জন্য এবং (৭) দান- খয়রাত, যা সুস্থ ও জীবিতাস্থায় তার ধন-সম্পদ থেকে দান করে গেছে। মৃত্যুর পর এসব কাজের ছওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে'। [ ইবনে মাজাহ হা \ ২৪২ ]

৫।।।। জালাতে যাওয়ার মাধ্যম: জালাতে যাওয়ার অন্যতম মাধ্যম হ'ল মসজিদ নির্মাণ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জালাতে একটি ঘর নির্মাণ করে দেবেন'। মসজিদ ছোট হোক বা বড় হোক নিয়ত ঠিক থাকলে আল্লাহ তার জন্য জালাতে ঘর নির্মাণ করবেন। যদিও সেটা পাখির বাসার মত ছোট হয়।

[ ছহিহ ইবনে হিব্বান হা \ ১৬২০ ]